দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... SEP ... 1999 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

গণসাহায্য সংস্থার মৃতাবস্থা

৬ হাজার কর্মীর বেতন নেই ৩ লাখ শিশুর শিক্ষা বন্ধ

॥ কাজী শাহীদুল ইসলাম ॥

গত ৫ মাস যাবৎ বেতন না পাওয়ায় গণসাহায্য সংস্থার ৬ হাজার কর্মী পথে বসেছে। প্রায় ৩ লাখ শিশু-কিশোর বঞ্চিত হচ্ছে শিক্ষার সুযোগ থেকে।'

বিদেশী দাতা সংস্থাসমূহের বিরূপ মনোভাব ও সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ডঃ ফ. র মাহমুদ হাসানের বিরুদ্ধে সংস্থার কর্মচারী-কর্মকর্তাদের আনীত নানা অভিযোগের কারণে গত এপ্রিল মাস থেকে এনজিওটিতে অচলাবস্থা চলছে। এনজিওটির ৩টি কর্মসূচিতে কর্মরত প্রায় ৬ হাজার মানুষ চাকরি থাকার পরও বেতন না পাওয়ার কারণে কার্যত বেকার হয়ে পড়েছে। এদের মধ্যে প্রায় সাড়ে ৩ হাজার স্কুল শিক্ষক এবং যার ৯০ ভাগই মহিলা। এ শিক্ষকরাই ৫৪টি জেলার সাড়ে ৭শ' স্কুলে প্রায় ৩ লাখ শিশু-কিশোরকে লেখাপড়া করানোর দায়িত্ব পালন করেন। ৯শ' টাকা বেতনের এ শিক্ষকরাও বেতন পাচ্ছেন না এপ্রিল মাস থেকে।

স্কুলগুলোতে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ সংস্থা থেকেই সরবরাহ করা হতো। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শিক্ষা উপকরণ যেমন সরবরাহ করা হচ্ছে না, তেমনি স্কুলগুলোর দেখভালের দায়িত্বে নিয়োজিত সুপার-ভাইজার ও ফিল্ড সুপারভাইজারদের অধিকাংশই ইতোমধ্যে কর্মস্থল ছেড়ে চলে এসেছেন। চাকরির প্রয়োজনে বিভিন্ন জেলায় যাওয়া এ কর্মজীবীরা প্রচণ্ড আর্থিক অনটনে টিকতে না পেরে, কেউ কেউ বাড়িওয়ালার তাড়া খেয়ে কর্মস্থল ছাড়তে বাধ্য হন। স্কুল শিক্ষকদের বাসা-বাড়ি স্কুল ভবনের ২ কিলোমিটারের মধ্যে হওয়ায় তারা এখনও স্কুলগুলো চালানোর চেষ্টা করছেন। ইতোমধ্যে ৪০ ভাগ স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে। বাকি স্কুলগুলোও বন্ধ হওয়ার প্রহর গুনছে। এনজিওটি যদি পুনরায় চালু না হয় ৬ হাজার কর্মচারী-কর্মকর্তাতো বেকার হবেই, পাশাপাশি প্রায় ৩ লাখ শিশু-কিশোরের লেখাপড়া অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।

গণসাহায্য সংস্থার অচলাবস্থা নিরসনের লক্ষ্যে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো ঘটনা তদন্ত করে সংস্থার নির্বাহী পরিচালককে সরিয়ে দিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য নতুন নির্বাহী পরিচালক নিয়োগের সুপারিশ করে। প্রধানমন্ত্রী ব্যুরোর সুপারিশ অনুমোদন করলে আদালতের নিষেধাজ্ঞার কারণে সিদ্ধান্তটি স্থগিত হয়ে যায়। আদালত সংস্থার কর্তৃপক্ষকে কর্মচারীদের যাবতীয় পাওনা পরিশোধের জন্য প্রথমে ২ দিন ও পরবর্তীতে ৮ সপ্তাহ সময় বেঁধে দেয়। আদালতের নির্দেশক্রমে আগামী ২১শে অক্টোবরের মধ্যে কর্তৃপক্ষ কর্মচারীদের পাওনা মিটিয়ে দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

কর্তৃপক্ষ বেঁধে দেয়া সময়ের মধ্যে পাওনা পরিশোধ করলে আগামী ২৮শে অক্টোবর মূল শুনানি অনুষ্ঠিত হবে। আদালতের রায়েই নির্ধারিত হবে সংস্থার নির্বাহী পরিচালকের পদ থেকে ডঃ ফ. র. মাহমুদ হাসানের অপসারণের সিদ্ধান্তটি কার্যকর থাকবে, নাকি বাতিল হবে।

এদিকে দাতাগোষ্ঠী গত ৩রা আগস্ট সংস্থার নির্বাহী পর্ষদের সভাপতি বিচারপতি কে এম সোবহানকে লেখা দ্বিতীয় চিঠিতে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান সভাপতি বিচারপতি কে এম সোবহান এবং নির্বাহী পরিচালক ডঃ ফ. র মাহমুদ হাসান পদত্যাগ না করবে ততোক্ষণ পর্যন্ত দাতাগোষ্ঠী সংস্থার কোন কার্যক্রমে অর্থায়ন করবে না। দাতাগোষ্ঠী চিঠিতে আরও উল্লেখ করে 'পদত্যাগের ব্যাপারে গড়িমসি করার পাশাপাশি মামলা করার প্রতি আসক্তিকে কোনক্রমেই একটি দায়িত্বপূর্ণ পরিশীলিত উদ্যোগ বলে মনে করা যায় না।' দাতাগোষ্ঠী চিঠিতে 'কোর্ট থেকে প্রাপ্য কোনরূপ ফলাফল আমাদের সিদ্ধান্তকে পরিবর্তিত করবে না' বলে জানায়।

এ রকম একটি পরিস্থিতিতে গণসাহায্য সংস্থার আবার পূর্ণোদ্যমে চালু হওয়ার প্রক্রিয়াটি জটিল হয়ে পড়েছে। সংস্থার এক কর্মকর্তা এ প্রতিবেদককে বলেন, আদালতের রায় যদি মাহমুদ হাসানের পক্ষে যায় তাতেও সংস্থা চালু হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এনজিও ব্যুরো অর্থ ছাড় করাবার অনুমতি হয়তো দেবে, কিন্তু দাতাগোষ্ঠী অর্থ সরবরাহ না করলে অর্থ ছাড় করাবার অনুমতি দিয়েতো কোন লাভ হবে না। অন্য কোন দাতা এ রকম একটি বিপর্যস্ত সংস্থাকে আর্থিক অনুদান দেবে বলেও মনে হয় না।